গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
কলেজ অব নার্সিং(একাডেমিক ভবন)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.dgnm.gov.bd

নং- ডিজিএনএম/শা-১/১৩-৩৬২/২০১৩/

আশ্বিন,১৪২৪।
তাং----------
অক্টোবর,২০১৭।

প্রাতি ঃ সচিব,
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি)।

বিষয় ঃ নার্সিং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় গুরু দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ- ৪৫.১৫৮.০২৭.০০.০০.০২১.১২-২৪৭, তারিখ- ৩০/০৭/২০১৭খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিম্নে বর্নিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(সি)/৩(বি) ধারায় অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাদেরকে গুরু দন্ড হিসেবে ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিধি-৭(৭) এবং পিএসসি কনসালটেশন রেগুলেশন ১৯৭৯ এর বিধি-৬ মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মচারী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা হলে গুরুদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের বিষয়ে সুত্রাধীন স্মারকের চাহিদাকৃত জবাব নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত নার্সিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কমস্থলের নাম	মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিদাকৃত তথ্যাদির জবাব
১	জনাব তাহমিনা আক্তার, পিতা-মোঃ ওসমান গনি, সিনিয়র স্টাফ নার্স, জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর।	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুরের ২০/০২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের জেহাস/দিন/২০১৪/১৯২ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে অননুমোদিত অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রেরন করেন। উহাতে জনাব তাহমিনা আক্তারকে ১৫/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারখের ২৪৫৪ নং স্মারকে অনুপস্থিতির বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি উক্ত কৈফিয়ত তলবের কোন জবাব প্রদান/দাখিল করেন নাই। ফলে তার বিরুদ্ধে ২৫/০৮/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৬৮৬২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা দায়ের পূর্বক অভিযোগনামাসহ অভিযোগ বিবরণী তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য ১৪/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ২৮৮ নং স্মারকে গঠিত তদন্ত বোর্ডের ২৮/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখের তদন্ত কার্যক্রমে তিনি হাজির হন নাই। তদন্ত বোর্ডের ০২/০২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুয়ায়ী তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের৩(সি) ধারা মোতাবেক ডিজারশনের অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। ফলে ১০/০৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৩০৯১ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। তিনি উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব অদ্যাবধি প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। ফলে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় তাঁকে গুরুদন্ড প্রদানের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য ১০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ২৮০২ নং স্মারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত পাওয়া যায় নাই।
২	জনাব আঞ্জুমান আরা পারভীন, পিতা-আব্দুল মালেক, স্টাফ নার্স, ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।	জনাব আঞ্জুমান আরা পারভীন, পিতা-আব্দুল মালেক, স্টাফ নার্স, ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩/০৮/২০০৭খ্রিঃ তারিখের আদেশে ০২ বছরের লিয়েন মঞ্জুরী স্বাপেক্ষে বর্হিবাংলাদেশ লিবিয়ায় চাকুরীর জন্য গমন করেন। তার লিয়েনের মেয়াদ ১৮/০১/২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে তার লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ০১/০১/২০১২খ্রিঃ তারিখের আবেদন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২৫/০৩/২০০৭খ্রিঃ তারিখের আদেশে নাকোচ করা হয় এবং তাকে দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক চাকুরীতে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক চাকুরীতে যোগদানের জন্য কয়েক বার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি চাকুরীতে যোগদান না করায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১১/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখের নিদেশ মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ০৯/১২/২০১২খ্রি তারিখের ৪৮০১(৩) সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ সালের ৩(বি) ধারা মোতাবেক অসদাচারনের দায়ে বিভাগীয় মামলা দায়ের পূর্বক অভিযোগনামাসহ অভিযোগ বিবরণী তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রেরণ করেন নাই। মামলাটি তদন্তের জন্য ১৬/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখ গঠিত তদন্ত বোর্ডের ৩০/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখের তদন্ত কার্যক্রমে তিনি হাজির হন নাই। তদন্ত বোর্ডের ০৯/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখ দাখিলকৃত

		মোতাবেক অসদাচারনের অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। ফলে ০২/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ২০৭৩ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। তিনি উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব অদ্যাবধি দাখিল করেন নাই। ফলে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় গুরু দন্ড প্রদানের নিমিত্তে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য ০২/১০/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৬৪১২ নং স্মারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উহাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮/১১/২০১৩খ্রিঃ তারিখের পত্র মোতাবেক পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত পাওয়া যায় নাই।
৩	সেলিনা খাতুন, পিতা– মোঃ আব্দুল হাকিম, সিনিয়র স্টাফ নার্স, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, সিলেট।	সেলিনা খাতুন, পিতা–মোঃ আব্দুল হাকিম, সিনিয়র স্টাফ নার্স, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, সিলেট(সাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ০১/০৮/২০০৫খ্রিঃ তারিখের আদেশে ০১ বছরের লিয়েন মঞ্জুরী স্বাপেক্ষে বর্হিবাংলাদেশ লিবিয়ার চাকুরীতে যোগদান করেন। তার লিয়েনের মেয়াদ ০৪/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে তার লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ২৬/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখের আবেদন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২৫/০৩/২০১২খ্রিঃ তারিখের আদেশে নাকোচ করা হয় এবং তাকে দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক চাকুরীতে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক চাকুরীতে যোগদানের জন্য ২৪/০৪/২০১২খ্রিঃ তারিখ নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি চাকুরীতে যোগদান না করায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২৭/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৪০ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ৩০/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশের চাকুরীতে যোগদানের জন্য আবেদন করেন। উহাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২১/০৩/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ১৩৪ নং আদেশে তার ৩০/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখের দাখিলকৃত যোগদানপত্র গ্রহণপূর্বক সেবা পরিদপ্তরে পদায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুরোধ করা হয়। ফলে তার বিরুদ্ধে ০৭/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৬৩৭ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(বি) ধারা মোতাবেক অসদাচারনের দায়ে বিভাগীয় মামলা দায়ের পূর্বক অভিযোগনামাসহ অভিযোগ বিবরণী তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি ১১/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। মামলাটি তদন্তের জন্য ০৮/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখ গঠিত তদন্ত বোর্ডের ২৯/০৫/২০১৩ক্রিঃ তারিখের তদন্ত কার্যক্রমে তিনি হাজির হন নাই। তদন্ত বোর্ডের ০৯/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুয়ায়ী তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(বি) ধারা মোতাবেক অসদাচারনের অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। ফলে ১৮/০৯/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৬১৩৭ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। তিনি উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব অদ্যাবধি প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। ফলে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় গুরুদন্ড প্রদানের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য ২৮/০৫/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৩৩৭৮ নং স্মারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত পাওয়া যায় নাই।
৪	কাজী মোবারক আলী, পিতা- কাজী ওয়াছেক সিনিয়র স্টাফ নার্স, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।	কাজী মোবারক আলী, পিতা- কাজী ওয়াছেক, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা ০৯/১০/২০১৩খ্রিঃ তারিখ উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ২৭/১০/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে তার অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁকে ১৫/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ২৪৫৮ নং স্মারকে তাঁর ঠিকানায় কৈফিয়ত তলব পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত কৈফিয়ত তলবের জবাব অদ্যাবধি দাখিল করেন নাই। তাঁর কর্মস্থল, ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরিত পত্র দুটি অত্র অধিদপ্তরে ফেরত আসে। ফলে ১৯/০৮/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৬৬৩৭ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে ডিজারশনের দায়ে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(সি) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু পূর্বক অভিযোগ বিবরণীসহ অভিযোগনামা তাঁর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রেদান/দাখিল করেন নাই। ফলে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য ০৮/১২/১৪ খ্রিঃ তারিখের ১১০৪৩ নং স্মারকে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। যা তাঁর কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরিত পত্রটি ফেরত আসে। তদন্ত বোর্ডের ০৬/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখের তদন্ত কার্যক্রমে তিনি হাজির হন নাই। যা তাঁর কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরিত পত্রটি ফেরত আসে। তদন্ত বোর্ডের ১১/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনিত ডিজারশনের অভিযোগ প্রমানিত হয়। ফলে তাঁকে ২৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ২৭৮৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। ফলে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় গুরুদন্ড প্রদানের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য ১০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ২৮১১ নং স্মারকে

৫	সুলতানা বেগম, পিতা- আব্দুর রশিদ, সিনিয়র স্টাফ নার্স, সদর হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ।	সুলতানা বেগম, পিতা-আব্দুর রশিদ, সিনিয়র স্টাফ নার্স, সদর হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ ১৪/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সরকারী চাকুরী তে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৭/০৯/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ০২/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ১৪৬ নং স্মারকে অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। ফলে তাঁকে ২৯/০৬/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৩৯৯১ নং স্মারকে তাঁর কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় কৈফিয়ত তলব পত্র প্রেরন করা হয়। তিনি উক্ত কৈফিয়ত তলবের কোন জবার প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। উহাতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৮৫০১ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে ডিজারশনের দায়ে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(সি) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু পূর্বক অভিযোগ বিবরণীসহ অভিযোগনামা তাঁর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান/দাখিল করেন নাই। ফলে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য ০১/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৯ নং স্মারকে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ডের ১০/০২/২০১৫খ্রিঃ তারিখের তদন্ত কার্যক্রমে তিনি হাজির হন নাই। তদন্ত বোর্ডের ১৬/০২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশনের অভিযোগ প্রমানিত হয়। ফলে তাঁকে সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্তের নিমিত্তে ২৫/০৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ২৭৮৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি উক্ত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রেরণ/দাখিল করেন নাই। ফলে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিধায় গুরুদন্ড প্রদানের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য ১০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ২৮৩৩ নং স্মারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত অত্র অধিদপ্তরে পাওয়া যায় নাই।

অতএব, উপরের বর্ননার আলোকে উল্লেখিত ০৫ জন নার্সিং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের ৩(সি)/৩(বি) ধারায় অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাদেকে গুরুদন্ড হিসেবে ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার নিমিত্ত বিধি-৭(৭) এবং পিএসসি কনসালটেশন রেগুলেশন ১৯৭৯ এর বিধি-৬ মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মচারীগণ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা হওয়ায় তাঁকের উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্ত ঃ ৮২ (বিরাশি) পাতা/৩০২ সেট।

(তন্দ্রা শিকদার)
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা
ই-মেইল-info@dgnm.gov.bd
ফোন নং- ৯১৩৬৬৭৪।

নং- ডিজিএনএম/শা-১/১৩-৩৬২/২০১৩/ ৫১২০৮ / ৯ (৩)

তাং- ০১/৭/আশ্বিন,১৪২৪।
১৮ অক্টোবর,২০১৭।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সহকারী সচিব(নার্সিং), স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পি,এম,আই,এস শাখা, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা(অত্র পত্রটি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো)।

১৮.১০.১৭
মহাপরিচালকের পক্ষে
উপ-পরিচালক (শৃংখলা)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।